দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 JUN 1990
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

23

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সমস্যা

শিক্ষা সংকট সম্পর্কে অহরহ কথা উঠে। উপকরণের সংকট আছে, আছে বিদ্যালয় ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এ সংকটের শেষ নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে ঝড়-বৃষ্টি বন্যায় স্কুলগৃহ ধ্বংস বা ভেসে গেলে তো আর রাতারাতি সেই ক্ষতিপূরণ করা যায় না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সংকটের এই দিকটা এখানে আলোচনার নয়। গোড়ায় গলদ যেখানে অর্থাৎ শিক্ষক যদি বিদ্যালয়ে না থাকে তবে আসবাবপত্র যতই থাকুক, আর বিদ্যালয় ভবনটি অক্ষত থাকলে তো শিক্ষাদান সম্ভব হয়ে ওঠে না।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের পদ খালির কথাটা বারবার পত্রিকায় আসছে। একটি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হালচাল থেকে শিক্ষকের অভাব কতটা, তার একটা ধারণা হতে পারে। কেশবপুর উপজেলায় ৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২৪টি বিদ্যালয়ে ২৮ জন শিক্ষকের পদ খালি পড়ে আছে।

আর এক্ষেত্রে শিক্ষক সংকটের কারণ নিয়োগকৃত শিক্ষকদের ছাঁটাইকে কেন্দ্র করে। ১১ জন শিক্ষককে ১১ মাস চাকরি করার পর বিনা নোটিশে ছাঁটাই করা হয়। এ নিয়ে মামলা চলছে। মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ এখন স্থগিত। চার বছর হতে চলল ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হচ্ছে না। দীর্ঘ চার বছর ধরে এই উপজেলায় শিক্ষক নিয়োগও তাই বন্ধ আছে।

সরকার শিক্ষক নিয়োগের সময় ভাবনা-চিন্তা করেননি। শিক্ষক নিয়োগের ১১ মাস পর তাদের ছাঁটাই করে ভাবনা-চিন্তাটা সংশোধন করতে চেয়েছেন।

এ গেল এক ধরনের চিত্র। আর মৌলভীবাজার উপজেলায় ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সংকটের কারণ ভিন্নতর। ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭ জন শিক্ষক বিনা নোটিশে এক বছর থেকে দু'বছর পর্যন্ত অনুপস্থিত আছেন। সম্প্রতি তাদের নির্দিষ্ট তারিখে কাজে যোগদানের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, অন্যথায় তাঁদের বরখাস্ত করা হবে। এক উপজেলায় বিনা নোটিশে শিক্ষক ছাঁটাই, আর একটি উপজেলায় বছর দুয়েক ধৈর্য ধরে নোটিশ দিয়ে শিক্ষকদের ছাঁটাইয়ের কথা বলা হয়েছে। এই দু'ধরনের চিত্র তারা কোন্ ফর্মুলায় মিলাবেন তারাই ভাল বলতে পারেন। মাঝখান দিয়ে এ ধরনের সমস্যাগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার তরীটা তরতর করে চলছে না, সে কথা স্পষ্ট উল্লেখ না করা হলেও বুঝতে কারোর কষ্ট হবার নয়।

প্রাথমিক শিক্ষা আইন করে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে একদিকে, অন্যদিকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাটা অব্যাহত রাখার জন্য কোনরূপ উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সরকারী অফিসের কাজ-কারবারের মত চলছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো। সব না হলেও বেশ কিছুসংখ্যক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সমস্যাটা আর সব সমস্যাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় দাতা সংস্থার সাহায্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার ও নির্মাণকাজ করে চলেছে। কিন্তু যে কাজটি নিজেদের করতে হবে, অর্থাৎ শিক্ষাদানের কাজটি সেখানেই গলদ আর দূর হতে চায় না। তাহল শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে গড়িমসি, স্থানে স্থানে বিভিন্ন অজুহাতে শিক্ষকের পদ খালি ফেলে রাখা, বিনা নোটিশে ছাঁটাই করে নতুন সমস্যার সৃষ্টির পাশাপাশি দীর্ঘকাল অনুপস্থিত শিক্ষকদের জন্য অশেষ ধৈর্যের পরিচয় প্রমাণ করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজে-কর্মে কোথাও শৃংখলার অভাব রয়ে গেছে।

অনেক প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকরা শিক্ষাদান অপেক্ষা অন্য ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকেন বেশী। এক কথায় প্রাথমিক শিক্ষাদানকে গ্রাম্য দলাদলি ও ক্ষমতার কোন্দলের আখড়ায় পরিণত করা হয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থা সরকারী সাহায্য তথা অর্থানুকূল্যে হতে হবে এটা আমরা সকলেই বলছি। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের জন্য সকলের উদ্যোগকে যুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। সে কথাটি কেউ কবুল করতে রাজী নই। আমরা দেখেছি, সরকার অর্থ দিচ্ছেন এবং নীতিও ঠিক করে দিচ্ছেন কিভাবে স্কুল চলবে। শিক্ষকও নিয়োগ করে দিচ্ছেন সরকার। সুতরাং সাধারণ মানুষ সেখানে উদ্যোগী হওয়ার মত উৎসাহ পায় না। প্রয়োজনও অনুভব করে না। প্রাথমিক শিক্ষা ও সরকারীকরণের পিছনে লক্ষ্য ছিল, শিক্ষকরা যেন নিশ্চিন্ত মনে শিক্ষাদান কাজে নিযুক্ত থাকতে পারেন। মাস শেষে অর্থের চিন্তা না থাকে। কিন্তু বিদ্যালয় ঠিকমতো চলছে কি না, শিক্ষা দান যথাযথ হচ্ছে কি না; তা দেখার ভার যাদের উপর সেখানে উদ্যোগের অভাব আছে। বিদ্যালয় পরিচালনায় স্থানীয় জনসাধারণ তথা অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগীদের উদ্যমকে যুক্ত করতে না পারলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির আশা বৃথা।